দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 23 SEP 1987
পৃষ্ঠা 3 কলাম 2

27

ওসমানী মেডিক্যাল হাসপাতালে অধ্যাপকের অভাবে রোগী ও ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্ভোগ

প্রায় ৭০ লক্ষ লোক অধ্যুষিত বৃহত্তর সিলেটের একমাত্র এম, এ, জি, ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগে দীর্ঘ ৬ মাসাধিককাল যাবৎ অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক না থাকায় হাসপাতালের এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে মারাত্মক অচলাবস্থার সৃষ্টি হই- য়াছে। ইহার ফলে মহিলা রোগীদের চিকিৎসা বিঘ্নিত হওয়া ছাড়াও মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ ব্যাহত হই- তেছে।

সিলেট হইতে আমাদের সংবাদদাতা জানান, অধ্যাপকের অভাবে দীর্ঘ ৬ মাস সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাদান বন্ধ থাকায় মেডিক্যাল কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা চলতি সেপ্টেম্বর মাসে ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারে নাই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। এদিকে হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রী-রোগ বিভাগে বিশেষজ্ঞের অভাবে বিত্তবান রোগিনীরা ৩০/৪০ হাজার টাকা খরচ করিয়া ঢাকা হইতে অধ্যাপক আনিয়া স্থানীয় প্রাইভেট ক্লিনিকে জটিল রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার করাইতে বাধ্য হইতে- ছেন। কিন্তু গরীব রোগীদের পক্ষে ইহা সম্ভব হইতেছে না। তাহারা চিকিৎসার অভাবে ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া মারা যাইতেছে।

এ ব্যাপারে হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, গত এপ্রিল মাসে এই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগের অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকের শূন্য পদে ২ জন মহিলা চিকিৎসক নিয়োগ করা হইয়াছিল। কিন্তু উভয়েই নিজ নিজ পদে যোগদান করিয়া ছুটি নিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। তাহারা

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

ওসমানী হাসপাতালে

(৩য় পৃঃ পর)

সিলেটে থাকিতে রাজী নন। এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হইতে আর একজন অধ্যাপককে ঢাকা হইতে সিলেট বদলীর আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সিলেট আসিয়া কাজে যোগদানের আগেই তাহার বদলীর আদেশটি বাতিল হইয়া যায়।

উল্লেখ্য, সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগে অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক ছাড়াও রেজিষ্ট্রার এবং সহকারী রেজিষ্ট্রার নাই।